① Right to Equality - সাম্যের অধিকার (14-18) E+ ⑤

② Right to Freedom - স্বাধীনতার অধিকার (19-22) F+ ④

③ Right Against Exploitation - শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (23-34) E- ②

④ Right to Freedom of Religion - ধর্মীয় অধিকার (25-28) R+ ④

⑤ Cultural and Educational Rights - সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার (29-30) E+ ②

⑥ Right to Constitutional Remedies - সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার (32) ①

বিভাগ ক

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 10

প্রশ্ন 1 সাম্যের অধিকার বলতে কী বোঝ? ভারতের সংবিধানের 14 থেকে 18 নং ধারায় বর্ণিত সাম্যের অধিকারটি আলোচনা করো। Right to equality 2+8

উত্তর

সাম্যের অধিকার

সাধারণভাবে সাম্য বলতে ব্যক্তির আয় ও মর্যাদাগত ক্ষেত্রে সকলের জন্য সম-অধিকারকে বোঝানো হয়। 'সাম্য' শব্দটি কয়েকটি অর্থকে প্রকাশ করে। যেমন—[1] প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দৃষ্টিতে সমান। [2] রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে সকল নাগরিককে সমান সুযোগসুবিধা দান। [3] বিভিন্ন অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান। [4] কোনো প্রকার বিশেষ সুযোগসুবিধা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ভোগ করবে না। ভারতের সংবিধানের 14 থেকে 18 নং ধারায় সাম্যের অধিকারটি স্বীকৃত হয়েছে।

ভারতের সংবিধানের 14 থেকে 18নং ধারায় বর্ণিত সাম্যের অধিকার

ভারতের সংবিধানের 14 থেকে 18 নং ধারায় বর্ণিত সাম্যের অধিকারগুলি হল—

14 নং ধারা

ভারতের সংবিধানের 14 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ভারত তার ভূখণ্ডের মধ্যে কোনো ব্যক্তিকে আইনের চোখে সমতা কিংবা আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকারকে অস্বীকার করবে না (The state shall not deny to any person equality before the Law on the equal protection of the Laws within the territory of India)। এখানে 'আইনের চোখে সাম্য' কথাটির মধ্যে অনেকটা নেতিবাচক এবং 'আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষণ' কথাটির মধ্যে অনেকটা ইতিবাচক ভাবধারা প্রকাশ পেয়েছে।

আইনের দৃষ্টিতে সাম্য (Eqality before the Law)

'আইনের দৃষ্টিতে সমতা'র ধারণাটি অধ্যাপক ডাইসির 'Rule of Law' অর্থাৎ 'আইনের অনুশাসন' থেকে গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ হল—সকল ব্যক্তিই দেশের সাধারণ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সাধারণ আদালতের অধীন। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তিই দেশের আইনের উর্ধ্বে নয়।

ব্যতিক্রম: এই নীতির কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে। যেমন—[1] ভারতের রাষ্ট্রপতি বা কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আদালতের কাছে দায়িত্বশীল নন এবং তাঁরা ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় কোনো ফৌজদারি মামলা তাঁদের বিরুদ্ধে আনা যায় না বা দায়ের করা যায় না। [2] ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভা ও রাজ্য আইনসভার সদস্যরা বেশ কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন। [3] অপর রাষ্ট্রের শাসক ও রাষ্ট্রদূতগণ ভারতের আদালত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নন বলে এই নীতিটি তাঁদের ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়। [4] এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে, যেখানে শাসন বিভাগীয় বিশেষ আদালত দ্বারা বিশেষ কিছু অপরাধের বিচারকার্য চালানো হয়। [5] 'ট্রাইবুন্যাল' দ্বারা সরকারি কর্মচারীদের চাকরিগত বিরোধের মীমাংসা করা যায় (42 তম সংবিধান সংশোধন)। তা ছাড়া এইরূপ আদালত শিল্প বা ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ মেটানোর ক্ষেত্রেও কাজ করতে পারে।

আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষণ (Equal protection of the Laws)

'আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষণ'-এর অর্থ হল— সমান পর্যায়ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইন একই প্রকার হবে এবং সেইসঙ্গে প্রয়োগও একইভাবে হবে। আইন কর্তৃক সমানভাবে সংরক্ষণের অধিকারটি ইতিবাচক

অধিকার। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, সমান পরিস্থিতিতে যেন সমস্ত নাগরিক একই ধরনের সুযোগসুবিধা পায় এবং আইন দ্বারা আরোপিত বাধ্য-বাধকতাসমূহ তারা একইভাবে মান্য করতে বাধ্য থাকে। এর অর্থ এই নয় যে, সকলের জন্য সমান অধিকার। এর অর্থ হল— সমপরিস্থিতিতে সকল ব্যক্তির সমানভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার (চিরঞ্জিত লাল চৌধুরী বনাম ভারত সরকার ও অন্যদের মামলা)।

15 নং ধারা

15(1) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র কেবল ধর্ম, বর্ণ, জাতি, নারী-পুরুষ, জন্মস্থানগত ভেদে অথবা এগুলির মধ্যে যে-কোনো একটি কারণে কোনো নাগরিকের ওপর বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না।

15(2) নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপর্যুক্ত কারণে বা তাদের কোনো একটি কারণে দোকান, রেস্তোরাঁ, হোটেল এবং যেসব কূপ, জলাশয়, স্নানাগার, রাস্তা যেগুলি সরকার দ্বারা পুরোপুরিভাবে এবং আংশিকভাবে পরিচালিত হয়, সেইসব ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

ব্যতিক্রম: 15নং ধারায় দুটি ব্যতিক্রম আছে—

[1] 15(3) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

[2] 15(4) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে পারে।

16 নং ধারা

16(1) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ব্যাপারে সমস্ত নাগরিককে সমান সুযোগদানের ব্যবস্থা থাকবে (There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to office under the state)।

16(2) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো নাগরিককে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, বংশমর্যাদা, জন্মস্থান, বাসস্থান অথবা এদের যে-কোনো একটি কারণের জন্য সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচনা করা যাবে না।

ব্যতিক্রম: এই অধিকারের ক্ষেত্রে আবার কয়েকটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—

[1] সংবিধানের 16(3) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সংসদ আইন প্রণয়ন করে কোনো অঙ্গরাজ্যের অথবা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারে চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দার শর্ত আরোপ করতে পারে।

[2] সংবিধানের 16(4) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের অধীনে চাকরির ক্ষেত্রে সরকার অনুন্নত শ্রেণির নাগরিকদের জন্য পদ অথবা নিয়োগ সংরক্ষণ করতে পারে।

[3] সংবিধানের 16(5) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, চাকরির ক্ষেত্রে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

17 নং ধারা

সংবিধানের 17 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, অস্পৃশ্যতা বিলোপ করা হল ('Untouchability' is aboilished) এবং অস্পৃশ্যতাজনিত কোনোরূপ আচরণ পুরোপুরি নিষিদ্ধ (its practice in any form is forbidden।

18 নং ধারা

18(1) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র শুধু সামরিক ও বিদ্যা বিষয়ক দক্ষতা বা নিপুণতা ছাড়া অন্য কোনো গুণের ক্ষেত্রে খেতাব বা উপাধি দিতে পারবে না। 18(2) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ভারতীয় কোনো নাগরিক বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট থেকে কোনো খেতাব নিতে পারবে না। 18(3) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত ব্যক্তি ভারতের নাগরিক নন অথচ ভারত সরকারের কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁরা রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যতিরেকে অপর রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো খেতাব নিতে পারবেন না। 18(4) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ভারত

সরকারের অধীনে লাভজনক কোনো পদে আসীন কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির সম্মতি না নিয়ে অন্য কোনো রাষ্ট্রের কাছ থেকে বেতন বা উপঢৌকন বা কোনো পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে না।

মূল্যায়ন

ভারতের সংবিধানে বর্ণিত সাম্যের অধিকারটি বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে। যেমন—

[1] **অর্থনৈতিক বৈষম্য:** এই অধিকারটি মূলত আইনগত এবং সামাজিক অধিকার, কিন্তু ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকলে আইনগত এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ভারতে অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

[2] **সাম্যের আদর্শের পরিপন্থী নয়:** সম্মানদানের বিষয়টি সাম্যের আদর্শের পরিপন্থী নয়। সম্মানদানের অর্থ হল ব্যক্তির গুণকে স্বীকৃতি দান। এর দ্বারা সামাজিক মর্যাদা 'ভোগ' করাকে বোঝায় না।

[3] **ব্যতিক্রম বর্তমান:** অনেকের মতে, সাম্যের অধিকারের সঙ্গে এর যেসব ব্যতিক্রম যুক্ত করা হয়েছে, তাতে সাম্যের অধিকারটিই ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

আসল কথা হল, সবরকম বৈষম্যের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই আইনগতভাবে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও আরও ব্যাপক পরিমাণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের অন্তঃকরণ থেকে বৈষম্যের বীজ তুলে ফেলতে হবে।

প্রশ্ন 2 ভারতের সংবিধানের 19 নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারগুলি আলোচনা করো। Right to freedom in Art 19.

♦উত্তর

ভারতের সংবিধানের 19 নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকার

ভারতের সংবিধানের 19 নং অনুচ্ছেদে স্বাধীনতার অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, স্বাধীনতা বলতে বোঝায় এমন এক সামাজিক পরিবেশ যেখানে প্রত্যেকে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে সমান সুযোগসুবিধা লাভ করে। স্বাধীনতার অধিকার হল একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার। স্বাধীনতার অধিকার গণতন্ত্রকে সার্থক করে তোলে। ভারতের মূল সংবিধানের 19 নং ধারায় প্রথমে 7 টি অধিকারের উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে 44 তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা 'সম্পত্তি অর্জন, দখল ও বিক্রয় করার' অধিকারটির অবসান ঘটানোর পর বর্তমানে 6টি অধিকার সংযোজিত আছে। 19 নং ধারা অনুসারে সকল নাগরিকের অধিকার থাকবে—

19[1(a)] স্বাধীনভাবে বাক্ ও মতামত প্রকাশের অধিকার।

19[2(b)] শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার।

19[3(c)] জনগণের সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকার।

19[4(d)] ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার।

19[5(e)] ভারত ভূখণ্ডের যে-কোনো অংশে থাকা ও বসবাসের অধিকার।

19[6(f)] নাগরিকদের যে-কোনো কাজ (profession) অথবা যে-কোনো বৃত্তি (occupation), বাণিজ্য অথবা ব্যাবসা পরিচালনার অধিকার।

ব্যতিক্রম: সংবিধানের 19 নং ধারায় বর্ণিত অধিকারগুলি অবাধ নয়। সংবিধানের 19(1) নং থেকে 19(6) নং ধারার মধ্যে কতকগুলি বাধানিষেধ উল্লেখ করা হয়েছে।

[1] ভারতের সংবিধানে বর্ণিত বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা অবাধ নয়। এখানে সংবিধানের 19(1) নং ধারার যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। [a] রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা, [b] সার্বভৌমিকতা ও সংহতি রক্ষা, [c] বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করা, [d] জনগণের শৃঙ্খলা রক্ষা করা, [e] শালীনতা রক্ষা করা, [f] আদালত অবমাননা প্রতিরোধ করা, [g] মানহানি প্রতিরোধ করা এবং [h] অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনা বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্র বাক্ স্বাধীনতার অধিকারের উপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

[2] সংবিধানের 19(2) নং ধারায় নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হবার অধিকারের ওপর যুক্তিসম্মত বাধা আরোপ করে বলা হয়েছে যে, সমাবেশ হবে শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র। জনশৃঙ্খলা ও ভারতের সার্বভৌমিকতা এবং সংহতির স্বার্থে রাষ্ট্র এই অধিকারের উপর যুক্তিসংগত বাধা আরোপ করতে পারে।

[3] সংবিধানের 19(3) নং ধারায় সার্বভৌমত্ব ও সংহতি, জনশৃঙ্খলা বা নৈতিকতার কারণে জনগণের সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকারের ওপর যুক্তিসংগত বাধা আরোপের কথা বলা হয়েছে।

[4] সংবিধানের 19(4) এবং 19(5) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, জনস্বার্থ বা তপশিলি জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য নাগরিকদের সমগ্র ভারতে চলাফেরার অধিকার বা বসবাস করার অধিকারের ওপর রাষ্ট্র যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

[5] জনস্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্র নাগরিকদের যে-কোনো কাজ, অথবা যে-কোনো বৃত্তি, বাণিজ্য অথবা ব্যাবসা পরিচালনার অধিকারের ওপর যুক্তিসংগত বাধানিধেষ আরোপ করতে পারে। 19(6) নং ধারায় এই যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র কোনো বৃত্তি বা পেশার ক্ষেত্রে যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিতে পারে।

মূল্যায়ন: স্বাধীনতার অধিকার যাতে স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়ে না পড়ে তার জন্য সংবিধানে যুক্তিসংগত বাধানিষেধের কথা বলা হয়েছে। আবার রাষ্ট্র বাধানিষেধ প্রয়োগ করলেও তা যুক্তিসংগত কি না, আদালত তা বিচার করে দেখতে পারে। যদি কোনো আইনের দ্বারা যুক্তিসংগতভাবে বাধানিষেধ আরোপ করা না হয় তাহলে ওই আরোপিত আইনকে আদালত বাতিল করে দিতে পারে।

অনেকে 19 নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারটির সমালোচনা করে বলেছেন যে, রাষ্ট্র বাধানিষেধ আরোপের ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, জনস্বার্থ, জনশৃঙ্খলা প্রভৃতি শব্দগুলি স্পষ্ট নয়। তাই স্বাধীনতার অধিকার অবাধ নয়।

প্রশ্ন 3 ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করো। Right to Freedom

উত্তর

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত স্বাধীনতার অধিকার

স্বাধীনতা বলতে এমন এক সামাজিক পরিবেশ বোঝায় যেখানে প্রত্যেকে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে সমান সুযোগসুবিধা লাভ করে। স্বাধীনতার অধিকার গণতন্ত্রকে সার্থক করে তোলে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার। ভারতের সংবিধানের 19 থেকে 22 নং ধারায় স্বাধীনতার অধিকারটি স্বীকৃতি পেয়েছে। এই অধিকারগুলি হল—

19 নং ধারা

বর্তমানে 19(1) নং ধারায় স্বাধীনতা সম্পর্কিত 6 টি অধিকার সংযোজিত আছে। যথা—

19[1(a)] বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা;

19[2(b)] শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার;

19[3(c)] নাগরিকের সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকার;

19[4(d)] ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার;

19[5(e)] ভারতের ভূখণ্ডের যে-কোনো অংশে থাকা ও বসবাসের অধিকার;

19[6(f)] নাগরিকদের যে-কোনো কাজ অথবা যে-কোনো বৃত্তি, বাণিজ্য অথবা ব্যাবসা পরিচালনার অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে, 19(1) নং এর থেকে একটি ধারা 44তম সংবিধান সংশোধনের সময়ে বাতিল করা হয়েছে। 19 নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারগুলি অবাধ নয়। সংবিধানে এই অধিকারগুলির উপর কতকগুলি বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

বাধানিষেধ: সংবিধানের 19(1) থেকে 19(6) নং ধারায়, বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারগুলির উপর প্রযুক্ত বাধানিষেধসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—

[1] সংবিধানের 19(1) নং ধারা অনুসারে—সার্বভৌমিকতা ও সংহতি রক্ষা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা, বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা, জনগণের শৃঙ্খলা রক্ষা, শালীনতা রক্ষা করা,আদালত অবমাননা প্রতিরোধ, মানহানি প্রতিরোধ এবং অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনা বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্র বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

[2] সংবিধানের 19(2) নং ধারায় নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হবার অধিকারের ওপর যুক্তিসংগত বাধা আরোপ করে বলা হয়েছে যে, সমাবেশ সর্বদা শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র হবে। রাষ্ট্র জনশৃঙ্খলা, ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতির স্বার্থে সমবেত হওয়ার অধিকারের উপর বাধা আরোপ করতে পারে।

[3] সংবিধানের 19(3) নং ধারায় সার্বভৌমত্ব ও সংহতি, জনশৃঙ্খলা বা নৈতিকতার কারণে জনগণের সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকারের ওপর যুক্তিসংগত বাধা আরোপের কথা বলা হয়েছে।

[4] সংবিধানের 19(4) এবং 19(5) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, জনস্বার্থ বা তপশিলি জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য নাগরিকদের সমগ্র ভারতে চলাফেরার বা বসবাস করার অধিকারের ওপর রাষ্ট্র যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

[5] সংবিধানের 19(6) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, জনস্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্র নাগরিকদের যে-কোনো কাজ অথবা যে-কোনো বৃত্তি, বাণিজ্য অথবা ব্যাবসা পরিচালনার অধিকারের ওপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। আরও বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র কোনো বৃত্তি বা পেশার ক্ষেত্রে যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিতে পারে।

20 নং ধারা

সংবিধানের 20 নং ধারায় নাগরিকদের যেসব স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে, তা হল—

[1] সংবিধানের 20(1) নং ধারা অনুসারে প্রচলিত আইনভঙ্গের কারণে কোনো ব্যক্তিকে কোনো কাজের জন্য অভিযুক্ত করা হলে যে সময়ে ওই কাজটি ঘটেছিল সেই সময়ের প্রচলিত আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া যাবে। তার বেশি শাস্তি দেওয়া যাবে না।

[2] সংবিধানের 20(2) নং ধারা অনুসারে একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

[3] সংবিধানের 20(3) নং ধারা অনুসারে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার নিজের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না।

21 নং ধারা

সংবিধানের 21 নং ধারা অনুসারে, আইনসংগত পদ্ধতি ছাড়া অপর কোনো উপায়ে কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এর অর্থ হল অবৈধভাবে কোনো নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। কেবল যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপর রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে।

22 নং ধারা

[1] সংবিধানের 22(1) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তিকে আটক ও গ্রেফতার করা হলে ওই আটক করা ব্যক্তিকে খুব শীঘ্রই গ্রেফতারের কারণ জানাতে হবে। ওই আটক বা গ্রেফতার করা ব্যক্তিকে উকিলের দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

[2] আবার 22(2) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, আটক বা গ্রেফতার করা ব্যক্তিকে আটক বা গ্রেফতার করার 24 ঘণ্টার মধ্যে নিকটতম আদালতে হাজির করতে হবে এবং ওই আদালতের অনুমতি ছাড়া তাকে ওই সময়ের বেশি আটকে রাখা যাবে না।

[3] কিন্তু সংবিধানের 22(3) ধারা অনুসারে শত্রুভাবাপন্ন বিদেশির ক্ষেত্রে এবং নিবর্তনমূলক আটক আইন দ্বারা গ্রেফতার করা হয়েছে এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এইসব নিয়ম কার্যকর হবে না। কোনো ব্যক্তিকে যখন নিবর্তনমূলক আটক আইন অনুসারে গ্রেফতার করা হয় তখন সেই ব্যক্তিকে তিন মাসের জন্য আটক রাখা যেতে পারে। তিন মাসের বেশি আটক রাখতে হলে তা ন্যায়সংগত কি না সে সম্পর্কে একটি উপদেষ্টা পর্ষদের নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে।

মূল্যায়ন: স্বাধীনতার অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই অধিকার মূল্যবান। কিন্তু ভারতে একদিকে যেমন রয়েছে বর্ণবৈষম্য, অন্যদিকে তেমনই রয়েছে ধনবণ্টনের বৈষম্য। এরূপ ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অধিকার ভোগ বাধার সম্মুখীন হতে বাধ্য। আবার স্বাধীনতার অধিকারের ক্ষেত্রেও বহু বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। অবশ্য সুপ্রিমকোর্ট বাধানিষেধগুলির যৌক্তিকতা বিচার করে এবং এইসব যৌক্তিকতা বিচারের দ্বারা সুপ্রিমকোর্ট স্বাধীনতা রক্ষার অভিভাবকে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন 4 ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত 'ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার'–টি বিশ্লেষণ করো। Right to Religion

উত্তর

ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত 'ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার'

ভারতে বহু ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস। বহু ধর্মের দেশ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ স্বীকৃত হয়েছে। ভারতে কোনো রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই এবং সকল ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যাকে বলা হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। এই কারণে ভারতে সকল নাগরিকের ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা বিদ্যমান। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের 25 থেকে 28 নং ধারায় ভারতীয় নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি স্বীকৃত হয়েছে।

25 নং ধারা

সংবিধানের 25(1) নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার বিবেকের স্বাধীনতা ও ধর্ম-স্বীকার, ধর্ম পালন এবং ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী।

বাধানিষেধ: কিন্তু এই অধিকারটি অবাধ নয়, এর কিছু বাধানিষেধ আছে। এই বাধানিষেধগুলি হল—

[1] জনশৃঙ্খলা, সামাজিক নীতিবোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই অধিকার নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

[2] 25(2) a নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্র ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অথবা ধর্মনিরপেক্ষ কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

[3] 25(2) b নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্র হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলিতে সকল শ্রেণির হিন্দুদের প্রবেশাধিকার সম্পর্কিত আইন করতে পারে। অর্থাৎ সংবিধান অনুসারে সামাজিক মঙ্গল ও সংস্কারের জন্য রাষ্ট্র ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে।

26 নং ধারা

সংবিধানের 26 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রতিটি ধর্ম সম্প্রদায় ও এর অংশ বা গোষ্ঠী—

[1] ধর্ম ও দানের ব্যাপারে যে-কোনো সংস্থা স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার অধিকারী।

[2] ধর্ম বিষয়ক তাদের নিজ নিজ কার্যাবলি পরিচালনা করার অধিকারী।

[3] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আহরণ করার অধিকারী এবং এর মালিকানা অর্জনেরও অধিকারী।

[4] আইন অনুযায়ী সেই ধরনের সকল সম্পত্তি পরিচালনার অধিকারী।

বাধানিষেধ: ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে এই অধিকারগুলি অবাধ নয়। জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি রক্ষার জন্য রাষ্ট্র এইসব অধিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।

27 নং ধারা

ভারতের সংবিধানের 27 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো বিশেষ ধর্ম কিংবা ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রসারের জন্য অথবা রক্ষণাবেক্ষণের কারণে কোনো ব্যক্তিকে অথবা সম্প্রদায়কে কর দিতে বাধ্য করা যায় না।

28 নং ধারা

ভারতের সংবিধানের 28 নং ধারায় বলা হয়েছে যে—

[1] যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুরোপুরি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সেইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্ম বিষয়ক শিক্ষাদান করা যাবে না।

[2] সরকারের দ্বারা স্বীকৃত অথবা সরকারের আংশিক সাহায্য লাভে পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীর অনুমতি ছাড়া ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যায় না।

[3] রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত এবং কোনো দাতা বা অছির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যদি দাতার উইলে কোনো বিশেষ ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদান সম্পর্কে উল্লেখ থাকে তাহলেই ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

মূল্যায়ন: ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গৃহীত হয়েছে। এই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আমাদের দেশে কোনো রাষ্ট্রীয় ধর্মের স্বীকৃতি নেই। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি প্রকৃতিগতভাবে উদার, গতিশীল এবং নিয়ন্ত্রিত। তবুও মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিবাদ, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিদ্বেষ সমাজজীবনের গতিশীল ধারাকে রুদ্ধ করে দেয়। মৌলবাদী নীতি সমাজজীবনে দূষণের বাতাস বইয়ে দেয়, যার ফলে আত্মপ্রকাশ করে সাম্প্রদায়িকতাবাদ।

বিভাগ খ

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 5

প্রশ্ন 1 ভারতের সংবিধান কীভাবে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার সুনিশ্চিত করে? Right Against Exploitation

উত্তর

সংবিধানে প্রদত্ত শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

যে অধিকার ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ ও বৈষম্যমূলক আচরণের অবসানের পাশাপাশি সমাজের দুর্বলতর শ্রেণিকে শোষণের ভয়ংকর গ্রাস থেকে রক্ষা করার কথা বলে, তাকে বলে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার। সমাজের দুর্বলতর শ্রেণিকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ভারতের সংবিধানের 23 নং এবং 24 নং ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটি সংযোজিত হয়েছে।

23 নং ধারা

সংবিধানের 23 নং ধারা অনুযায়ী মানুষ কেনাবেচা, বেগার প্রথা, শক্তিপ্রয়োগ দ্বারা শ্রমদানে বাধ্য করা দণ্ডনীয় অপরাধ। সংবিধানের এই ধারাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে 'Suppression of Traffic in Women and Girls' Act, 1958' প্রবর্তন করা হয়েছে।

24 নং ধারা

সংবিধানের 24 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, 14 বছরের কম বয়স্ক শিশুদের কারখানা, খনি অথবা অপর কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না। সংবিধানের এই ধারাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে সংসদ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন পাস করেছে। যথা—[1] Factories Act, The Mines Act 1952, [2] The child Labour (Prohibition and Regulation) Bill, 1986 প্রভৃতি।

মূল্যায়ন: ভারতের সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটির উল্লেখ থাকলেও শোষণ যে সার্বিকভাবে সমাজ থেকে দূরীভূত হয়েছে তা বলা যায় না। ক্ষমতালোভী, স্বার্থপর মানুষ সমানে শ্রমের অপব্যবহার চালিয়ে যাচ্ছে। সংবিধান রচয়িতা ও বিশেষজ্ঞগণ ভারতে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখলেও তা অধরাই থেকে গেছে। বিপজ্জনক কাজে শিশুশ্রমিক নিয়োগ, নারীদের অসাধু কাজে ব্যবহার আমাদের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। আসলে বর্ণবৈষম্যমূলক সমাজে অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও শোষণের মাত্রার তীব্রতা এখনও বিদ্যমান বলেই ভারতে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে উঠতে পারেনি।

প্রশ্ন 2 **ভারতের সংবিধানে বর্ণিত 'সাংবিধানিক প্রতিবিধানসমূহের অধিকার' বলতে কী বোঝ?** Right to freedom of press.

উত্তর

ভারতের সংবিধানে বর্ণিত সাংবিধানিক প্রতিবিধানসমূহের অধিকার

মৌলিক অধিকারগুলিকে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন ও মৌলিক অধিকারগুলির পবিত্রতা রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে সংবিধানে যে অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাদের বলে সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার। ভারতের সংবিধানে 32 নং এবং 226 নং ধারায় সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারটি উল্লিখিত হয়েছে।

32 নং ধারা

সংবিধানের 32(1) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, মৌলিক অধিকারগুলি কার্যকর করার জন্য সুপ্রিমকোর্টের নিকট নাগরিকরা আবেদন করতে পারে।

সংবিধানের 32(2) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, মৌলিক অধিকারগুলিকে কার্যকর তথা বলবৎ করার জন্য সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট পাঁচ ধরনের লেখ বা writ জারি করতে পারে। এই লেখ বা writ গুলি হল—[1] বন্দিপ্রত্যক্ষীকরণ, [2] পরমাদেশ, [3] প্রতিষেধ, [4] অধিকার পৃচ্ছা এবং [5] উৎপ্রেষণ।

[1] **বন্দিপ্রত্যক্ষীকরণ** (Habeas corpus): বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ বলতে বোঝায় বন্দিকে সশরীরে আদালতে হাজির করা। সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট এই লেখ জারি করে আটক ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিতে পারে। আদালত যদি মনে করে এই আটক বিধিসম্মত নয়, তাহলে ওই ব্যক্তিকে মুক্তিদানের নির্দেশ দিতে পারে।

[2] **পরমাদেশ** (Mandamus) : 'পরমাদেশ' বা 'Mandamus' হল একটি লাতিন শব্দ। এর অর্থ হল আদেশ (command)। আদালত পরমাদেশ জারি করে সরকার, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সর্বসাধারণের দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত কর্তৃপক্ষকে তার আইনগত দায়িত্বপালনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশ দিতে পারে। সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট সরকার ও অধস্তন আদালতের বিরুদ্ধে এই নির্দেশ জারি করতে পারে।

[3] **প্রতিষেধ** (Prohibition): 'প্রতিষেধ' বলতে 'নিষেধ করা' বোঝায়। এই লেখ জারির মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন আদালত অধস্তন আদালতকে নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে কাজ করার নির্দেশ দিতে পারে। এই লেখ কেবল বিচার বিষয়ক এবং আধা-বিচার বিষয়ক কমিটির ওপর আরোপিত হতে পারে।

[4] **অধিকার পৃচ্ছা**(Quo-Warranto) : 'অধিকার পৃচ্ছা' বলতে বোঝায় 'কোন্ অধিকারে'। যদি কোনো ব্যক্তি তার নিজ যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কোনো পদের দাবিদার হতে চান, তখন আদালত অধিকার পৃচ্ছা

জারি করে এর বৈধতা বিচার করে। দাবিটি বৈধ না হলে ওই পদ থেকে আদালত তাকে অপসারণ করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে পদটি সরকারি পদ হতে হবে।

[5] **উৎপ্রেষণ (certiorari):** 'উৎপ্রেষণ' বলতে বোঝায় জ্ঞাত হওয়া। বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়াকেই উৎপ্রেষণ বলে। এর অর্থ হল অধস্তন আদালত বিচারের ক্ষেত্রে যদি নিজ এক্তিয়ার অতিক্রম করে বা ভঙ্গ করে তাহলে এই লেখ জারি করে ওই মামলাকে উর্ধ্বতন আদালতে নিয়ে যাওয়া যায়।

226 নং ধারা

সংবিধানের 226 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, হাইকোর্টগুলিও মৌলিক অধিকার কার্যকর করার জন্য এই পাঁচটি লেখ বা writ জারি করতে পারে। তা ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনেও হাইকোর্টগুলি এই লেখ জারি করতে পারে।

মূল্যায়ন: মৌলিক অধিকারগুলিকে কেবল সংবিধানে স্বীকৃতি দিলেই চলে না। এগুলিকে যথাযথভাবে কার্যকর করারও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এই কারণে সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। গুরুত্বের দিকে লক্ষ রেখেই ড. আম্বেদকর সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারকে 'সংবিধানের আত্মা' বলে অভিহিত করেছেন। তবে উল্লেখযোগ্য যে জরুরিকালীন অবস্থায় সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারটি কার্যকর থাকে না, তা স্থগিত রাখা হয়। কারণ এই সময় রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ওপরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্রশ্ন 3 ভারতের সংবিধানে বর্ণিত সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকারটি আলোচনা করো। Right to Culture and Education.

উত্তর

ভারতের সংবিধানে বর্ণিত সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার

ঐতিহ্যময় ও বৈচিত্র্যময় ভারতে নানা ধর্ম, ভাষা ও নানা সংস্কৃতির মানুষের বাস। এইসব মানুষের সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকার সুনির্দিষ্ট করার জন্য সংবিধানে 29 এবং 30 নং ধারাটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

29 নং ধারা

[1] 29(1) নং ধারা অনুসারে ভারত ভূখণ্ডের মধ্যে বসবাসকারী সকল নাগরিকের সকল অংশ তাদের নিজ নিজ ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি ব্যবহারের অধিকার ভোগ করতে পারবে।

[2] 29(2) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সম্পূর্ণভাবে সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, বংশ বা কুল ও শ্রেণি-নির্বিশেষে সকলের জন্য অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

একটি সম্প্রদায়ের ওপর রাষ্ট্র অপর একটি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না।

30 নং ধারা

[1] সংবিধানের 30(1) নং ধারায় বলা হয়েছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে পারবে।

[2] আবার 30(1) a ধারা অনুসারে, কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি যদি অধিগ্রহণ করা হয়, তাহলে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

[3] 30(2) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকার অর্থসাহায্য দানের ব্যাপারে কোনোরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।

মূল্যায়ন: বহু ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ও সংস্কৃতির বিশাল দেশ ভারতের জন্য সংবিধানে যে সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকারটির উল্লেখ করা হয়েছে তা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের গণতান্ত্রিক চেতনার বিষয়টি এর দ্বারা প্রমাণিত হয়। সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকারটি সংবিধানে উল্লেখ করার পিছনে সংবিধান রচয়িতাদের উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চাকে কোনোভাবে ব্যাহত হতে না দেওয়া। ড. আম্বেদকর এ প্রসঙ্গে গণপরিষদে বলেছেন যে, শুধু ভাষা ও সংস্কৃতিগত অর্থেই সংখ্যালঘু শব্দটিকে সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন 4 ভারতের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো। Importance of FR.

◆ উত্তর

ভারতের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের বৈশিষ্ট্য

ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অংশে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকারসমূহের এক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের সংবিধানে যেভাবে মৌলিক অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে বিশ্বের অন্যান্য দেশে সেরূপ কোনো আলোচনা হয়নি। ভারতের মৌলিক অধিকারের প্রকৃতি প্রধানত সামাজিক ও রাজনৈতিক। অর্থনৈতিক অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ভারতের সংবিধানে বর্ণিত এই মৌলিক অধিকারগুলির মূল বৈশিষ্ট্য হল—

[1] **সর্বজনীন নয় :** ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি সর্বজনীন নয়। এমন কতকগুলি অধিকার আছে যেগুলি শুধু নাগরিকরাই ভোগ করতে পারে। যেমন—বাক্ ও মতামত প্রকাশের অধিকার, সংখ্যালঘুর অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার প্রভৃতি। আবার এমন কিছু অধিকার আছে যা নাগরিক ও অনাগরিক সকলেই ভোগ করতে পারে। যেমন—আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার, আইন দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হবার অধিকার, জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার, আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার প্রভৃতি।

[2] **নিয়ন্ত্রণ আরোপ :** এমন কতকগুলি মৌলিক অধিকার আছে যেগুলি শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে এবং এমন কতকগুলি অধিকার আছে যেগুলি সর্বসাধারণের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

[3] **সীমাবদ্ধতা:** এমন কতকগুলি মৌলিক অধিকার আছে যেগুলি জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সংবিধানের 359 নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা চলাকালীন অবস্থায় মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত রাখতে পারেন। মৌলিক অধিকারের ওপর কতকগুলি বাধানিষেধের উল্লেখ সংবিধানেই করা হয়েছে, আবার কতকগুলি বাধানিষেধ আরোপ করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে অর্পণ করা হয়েছে।

[4] **প্রয়োগ ব্যবস্থা :** এমন কতকগুলি মৌলিক অধিকার আছে যেগুলি সরাসরিভাবে প্রযোজ্য। আবার এমন কতকগুলি অধিকার আছে যেগুলি আইনগত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করা হয়।

[5] **নমনীয়তা :** ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারসমূহ দুষ্পরিবর্তনীয় নয়, এগুলি নমনীয়। এই কারণে সংসদ এই অধিকারসমূহের পরিবর্তন সাধন করতে পারেন।

[6] **কর্তব্যের অনুপস্থিতি :** ভারতের মূল সংবিধানে কেবল মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু নাগরিকদের কর্তব্যের কথা বলা হয়নি। সংবিধানে Part-IV A -এর 51 (a) নং ধারায় 1976 খ্রিস্টাব্দে 42তম সংশোধনে 10টি কর্তব্য এবং 2002 খ্রিস্টাব্দে 86 তম সংশোধনে আরও 1টি কর্তব্য যুক্ত করা হয়।

[7] **সংরক্ষণ ব্যবস্থা :** ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই স্বীকৃতি মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

উপসংহার: ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি থেকে এ কথা বোঝা যায় যে সংবিধান প্রণেতারা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তারই প্রতিফলন ঘটেছে মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে। এই অধিকারগুলির মধ্যে প্রধানত সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলির ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে এবং অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা হয়নি।

প্রশ্ন

1 **মৌলিক অধিকার কাকে বলে?**

উত্তর ▶ যে সমস্ত অধিকার শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এবং দেশের সর্বোচ্চ আইন তথা সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত থাকে, তাকে বলা হয় মৌলিক অধিকার। ভারতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানের তৃতীয় অংশে (Part-III) উল্লিখিত হয়েছে।

2 **মৌলিক অধিকার ও সাধারণ অধিকারের মধ্যে দুটি পার্থক্য উল্লেখ করো।**

উত্তর ▶ মৌলিক অধিকার ও সাধারণ অধিকারের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হল—

[1] মৌলিক অধিকারগুলিকে সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হতে হয়। কিন্তু সাধারণ অধিকারগুলি সংরক্ষিত থাকে দেশের সাধারণ আইন দ্বারা।

[2] মৌলিক অধিকারগুলিকে কখনও পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে সংবিধান সংশোধন করতে হয়। অপরদিকে সাধারণ আইনের পরিবর্তন সাধন করে সাধারণ অধিকারের পরিবর্তন সাধন করা যায়।

3 **মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত হয় কেন?**

উত্তর ▶ মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত হয় কারণ, সরকারের ইচ্ছার ওপর মৌলিক অধিকারগুলি অর্পণ করা হলে সরকার নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তা ব্যবহার করতে পারে। তা ছাড়া রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদেও সরকার অধিকারগুলির পরিবর্তন সাধন করে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে। কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত হলে জনস্বার্থ রক্ষিত হতে পারে।

4 **ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।**

উত্তর ▶ ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের দুটি বৈশিষ্ট্য হল—

[1] সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত নয়। মৌলিক অধিকারগুলির ওপর কতকগুলি যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

[2] ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য। এর ফলে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্ত।

5 **ভারতের সংবিধানে বর্তমানে কয়টি ও কী কী মৌলিক অধিকার আছে?**

উত্তর ▶ ভারতের সংবিধানে বর্তমানে 6 টি মৌলিক অধিকার স্বীকৃত আছে। এই মৌলিক অধিকারগুলি হল—[1] সাম্যের অধিকার [2] স্বাধীনতার অধিকার [3] শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার [4] ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার [5] শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকার এবং [6] শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

6 **'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' বলতে কী বোঝ?**

উত্তর ▶ 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' ধারণাটি ডাইসির 'আইনের অনুশাসন' (Rule of Law) থেকে আনা হয়েছে। এর অর্থ হল সকল ব্যক্তিই দেশের সাধারণ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সাধারণ আদালতের অধীন। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তিই দেশের আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

7 **'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য'—এর দুটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করো।**

উত্তর ▶ 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য'-এর দুটি ব্যতিক্রম হল— [1] ভারতের রাষ্ট্রপতি বা কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আদালতের কাছে দায়িত্বশীল নন এবং তাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

থাকাকালীন অবস্থায় কোনো ফৌজদারি মামলা তাঁদের বিরুদ্ধে আনা যায় না বা দায়ের করা যায় না। [2] ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদ ও রাজ্য আইনসভার সদস্যগণ বেশ কিছু সুবিধা ভোগ করেন।

8 'আইন কর্তৃক সমানভাবে সংরক্ষণ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর ▶ 'আইন কর্তৃক সমানভাবে সংরক্ষণ' (Equal protection of the Laws)-এর অর্থ হল, সমান পর্যায়ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইন একই প্রকার হবে এবং তার প্রয়োগও একইভাবে হবে।

9 ভারতের সংবিধানে স্বাধীনতার অধিকার কত নং ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে?

উত্তর ▶ স্বাধীনতার অধিকার জনগণের অন্যতম গণতান্ত্রিক অধিকার। তাই ভারতের সংবিধানে স্বাধীনতার অধিকারটি স্বীকৃত হয়েছে এবং সংরক্ষিত হয়েছে সংবিধানের 19 থেকে 22 নং ধারাগুলিতে।

10 19 নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকার কয়টি ও কী কী?

উত্তর ▶ ভারতের সংবিধানের 19 নং ধারায় 6 প্রকার স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

▶ ভারতের সংবিধানের 19 নং ধারায় নাগরিকদের ছয় প্রকার স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল— [1] বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, [2] শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার, [3] জনগণের সমিতি গঠনের অধিকার, [4] নাগরিকদের ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার। [5] ভারত ভূখণ্ডের যে-কোনো অঞ্চলে নাগরিকদের বসবাসের অধিকার এবং [6] নাগরিকদের যে-কোনো বৃত্তি বা পেশা বা ব্যাবসা-বাণিজ্য করার অধিকার।

11 নাগরিকদের বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বাধানিষেধগুলি উল্লেখ করো।

উত্তর ▶ ভারতের সংবিধানে বর্ণিত বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা অবাধ নয়। এখানে সংবিধানের 19 (2) নং ধারায় যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বাধানিষেধগুলি হল— [1] সার্বভৌমিকতা ও সংহতি রক্ষা করা, [2] রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা, [3] বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতা সংরক্ষণ করা, [4] জনগণের শৃঙ্খলা রক্ষা করা, [5] শালীনতা রক্ষা করা, [6] আদালত অবমাননা প্রতিরোধ, [7] মানহানি প্রতিরোধ, [8] অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনা বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্র বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

12 নাগরিকদের সমবেত হওয়ার অধিকারের ওপর কী বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে?

উত্তর ▶ ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকারের ওপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করে বলা হয়েছে যে, সমাবেশ অবশ্যই শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র হবে। রাষ্ট্র জনশৃঙ্খলা, ভারতের সার্বভৌমিকতা এবং সংহতির স্বার্থে যুক্তিসংগত বাধা আরোপ করতে পারে।

13 সংবিধানের 20 নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

উত্তর ▶ সংবিধানের 20 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, [1] প্রচলিত আইনভঙ্গকারীকে আইনভঙ্গের অপরাধে শাস্তি দিতে হবে এবং প্রচলিত আইন অনুসারেই শাস্তি প্রদত্ত হবে। [2] একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না। [3] অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না।

14 সংবিধানের 21 নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকার উল্লেখ করো।

উত্তর ▶ সংবিধানের 21 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, 'আইনসংগত পদ্ধতি' (Procedure established by law) ছাড়া অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করে কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (Life on personal Liberty) থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

15 সংবিধানের 22 নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারটি উল্লেখ করো।

উত্তর ▶ সংবিধানের 22 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, [1] কোনো আটক ব্যক্তিকে তার গ্রেফতারের কারণ না জানিয়ে বেশিক্ষণ আটক রাখা যাবে না। [2] আটক ব্যক্তিকে আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মপক্ষ

সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। [3] গ্রেফতারের 24 ঘণ্টার মধ্যে আটক ব্যক্তিকে নিকটতম আদালতে উপস্থিত করতে হবে এবং উক্ত আদালতের অনুমতি ব্যতীত অতিরিক্ত সময় আটক রাখা যাবে না।

16 **সংবিধানের কত নং ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটি উল্লেখ করা হয়েছে?**

উত্তর ▶ সমাজের দুর্বলতর শ্রেণিকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ভারতের সংবিধানের 23 নং এবং 24 নং ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটি সংযোজিত হয়েছে।

17 **ভারতের সংবিধানে বর্ণিত শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটি উল্লেখ করো।**

উত্তর ▶ ভারতের সংবিধানের 23 নং এবং 24 নং ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটি বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত, সংবিধানের 23 নং ধারা অনুযায়ী মানুষ ক্রয়-বিক্রয়, বেগারপ্রথা, বলপ্রয়োগ দ্বারা শ্রমদানে বাধ্য করা দণ্ডনীয় অপরাধ। দ্বিতীয়ত, সংবিধানের 24 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, 14 বছরের কম বয়স্ক শিশুদের কারখানা, খনি বা অপর কোনো বিপজ্জনক কার্যে নিয়োগ করা যাবে না।

18 **সংবিধানের কত নং ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি স্বীকৃত হয়েছে?**

উত্তর ▶ ভারতের সংবিধানের 25 নং থেকে 28 নং ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি স্বীকৃত হয়েছে।

19 **সংবিধানের 25নং ধারায় বর্ণিত অধিকারটি উল্লেখ করো।**

উত্তর ▶ সংবিধানের 25(1) নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার বিবেকের স্বাধীনতা ও ধর্ম স্বীকার, ধর্মপালন এবং ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী। কিন্তু এই অধিকারটি অবাধ নয়। এর বাধানিষেধগুলি হল—[1] জনশৃঙ্খলা, সামাজিক নীতিবোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই অধিকার নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। [2] 25(2)-এর a নং ধারা অনুসারে, রাষ্ট্র ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা ধর্মনিরপেক্ষ কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। [3] 25(2)-এর b নং ধারা অনুসারে, রাষ্ট্র হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে সকল শ্রেণির হিন্দুদের প্রবেশের ব্যাপারে আইন করতে পারে। অর্থাৎ, সংবিধান অনুসারে সামাজিক কল্যাণ ও সংস্কারের জন্য রাষ্ট্র ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে।

20 **সংবিধানের 26নং ধারায় উল্লিখিত অধিকারটি উল্লেখ করো।**

উত্তর ▶ সংবিধানের 26 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রতিটি ধর্মসম্প্রদায় ও এর গোষ্ঠী—[1] ধর্ম ও দানের উদ্দেশ্যে যে-কোনো সংস্থা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে, [2] ধর্ম বিষয়ক তাদের নিজ নিজ কার্যাবলি পরিচালনা করতে পারবে, [3] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আহরণ করতে পারবে এবং তার মালিকানা অর্জন করতে পারবে, [4] আইন অনুসারে সেই ধরনের সকল সম্পত্তি পরিচালনা করতে পারবে। তবে এই অধিকার অবাধ নয়। জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি রক্ষার জন্য রাষ্ট্র এইসব অধিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারবে।

21 **সংবিধানে বর্ণিত 27নং ধারাটি উল্লেখ করো।**

উত্তর ▶ ভারতের সংবিধানের 27 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো বিশেষ ধর্ম কিংবা ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রসার কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের কারণে কোনো ব্যক্তিকে বা সম্প্রদায়কে কর দিতে বাধ্য করা যাবে না।

22 **সংবিধানের 28নং ধারাটি উল্লেখ করো।**

উত্তর ▶ ভারতের সংবিধানে বর্ণিত 28 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, [1] যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুরোপুরি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সেইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্ম বিষয়ক শিক্ষাদান করা যায় না। [2] সরকারের দ্বারা স্বীকৃত অথবা সরকারের আংশিক সাহায্যলাভে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীর অনুমতি ছাড়া ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যায় না। [3] রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত এবং কোনো দাতা বা অছির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যদি কোনো

বিশেষ ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদান সম্পর্কে দাতার উইলে উল্লেখ থাকে তাহলেই ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

23 নিবর্তনমূলক আটক আইন বলতে কী বোঝ?

উত্তর ▶ কোনো ব্যক্তি আইনভঙ্গ বা অমান্য করতে পারে বলে যদি আশঙ্কা করা হয়, তাহলে যে আটক আইন অনুযায়ী সেই ব্যক্তিকে গ্রেফতার এবং আটক করা হয়, তাকে বলে নিবর্তনমূলক আটক আইন।

24 নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রবর্তন করা হয় কোন্ কোন্ কারণে?

উত্তর ▶ কেন্দ্র ও রাজ্য আইনসভা জনশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জোগান ও সেবা অব্যাহত রাখার জন্য নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রবর্তন করতে পারে।

25 নিবর্তনমূলক আটক আইনে কোনো ব্যক্তিকে কতদিন পর্যন্ত আটক রাখা যায়?

উত্তর ▶ কোনো ব্যক্তিকে যখন নিবর্তনমূলক আটক আইন অনুসারে গ্রেফতার করা হয় তখন সেই ব্যক্তিকে তিন মাসের জন্য আটক রাখা যেতে পারে। তিন মাসের বেশি সেই ব্যক্তিকে আটক রাখতে হলে সেই আটক ন্যায়সংগত কি না সে সম্পর্কে একটি উপদেষ্টা পর্ষদের কাছ থেকে রিপোর্ট নিতে হবে।

26 নিবর্তনমূলক আটক ও শাস্তিমূলক আটকের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর ▶ নিবর্তনমূলক আটক করা হয় কোনো কিছু করা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য। বিনা বিচারে কোনো ব্যক্তিকে আটক রাখা হয় নিবর্তনমূলক আটক আইনে। অপরদিকে কোনো ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তিপ্রদানের উদ্দেশ্যে শাস্তিমূলক আটক করা হয়।

27 ড. আম্বেদকর সংবিধানের কোন্ অনুচ্ছেদটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন?

উত্তর ▶ ড. আম্বেদকর 32 নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারটিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি এই অনুচ্ছেদটিকে বলেছেন সংবিধানের 'আত্মা'।

28 শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার বলতে কী বোঝ?

উত্তর ▶ সংবিধানে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ করলেই চলে না। এগুলিকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। তাই অধিকার ভঙ্গের বিরুদ্ধে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের জন্য সংবিধানে যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তাকে বলে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার। এই অধিকারটি সংবিধানের 32 নং ধারায় বর্ণিত হয়েছে।

29 ভারতের সংবিধানে কয় প্রকার লেখ জারির কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ▶ ভারতের সংবিধানে 32(2) নং ধারা অনুসারে মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার উদ্দেশ্যে সুপ্রিমকোর্ট পাঁচ ধরনের লেখ (writ) জারি করতে পারে। এই লেখগুলি হল—[1] বন্দিপ্রত্যক্ষীকরণ, [2] পরমাদেশ, [3] প্রতিষেধ, [4] অধিকার পৃচ্ছা এবং [5] উৎপ্রেষণ।

30 'বন্দিপ্রত্যক্ষীকরণ' বা 'বন্দি প্রদর্শন' বলতে কী বোঝ?

উত্তর ▶ 'বন্দিপ্রত্যক্ষীকরণ' বা 'বন্দি প্রদর্শন' বলতে বোঝায় বন্দিকে সশরীরে আদালতে হাজির করা। সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট এই লেখ জারি করে আটক ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিতে পারে। আদালত যদি মনে করে বন্দির আটক বিধিসম্মত নয়, তাহলে ওই ব্যক্তিকে মুক্তিদানের নির্দেশ দিতে পারে।

31 'পরমাদেশ' বলতে কী বোঝায়?

উত্তর ▶ 'পরমাদেশ' বা 'Mandamus' হল একটি লাতিন শব্দ। এর অর্থ হল আদেশ (Command) করা। আদালত 'পরমাদেশ' জারি করে সরকার, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সর্বসাধারণের দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত

কর্তৃপক্ষকে তার আইনগত দায়িত্বপালনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশ দিতে পারে। সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট সরকার ও অধস্তন আদালতের বিরুদ্ধে এই নির্দেশ জারি করতে পারে।

32 **'প্রতিষেধ' বলতে কী বোঝায়?**

উত্তর ▸ 'প্রতিষেধ' বলতে 'নিষেধ করা' বোঝায়। এই লেখ জারির মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন আদালত অধস্তন আদালতকে নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে কাজ করার নির্দেশ দিতে পারে। এই লেখ কেবল বিচার বিষয়ক এবং আধা-বিচার বিষয়ক কমিটির ওপর আরোপিত হতে পারে।

33 **'উৎপ্রেষণ' বলতে কী বোঝ?**

উত্তর ▸ 'উৎপ্রেষণ' বলতে বোঝায় 'জ্ঞাত হওয়া'। বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়াকেই উৎপ্রেষণ বলে। এর অর্থ হল অধস্তন আদালত বিচারের ক্ষেত্রে যদি নিজ এক্তিয়ার অতিক্রম করে বা ভঙ্গ করে তাহলে এই লেখ জারি করে ওই মামলাকে ঊর্ধ্বতন আদালতে নিয়ে যাওয়া যায়।

34 **'অধিকার পৃচ্ছা' বলতে কী বোঝ?**

উত্তর ▸ 'অধিকার পৃচ্ছা' বলতে বোঝায় 'কোন্ অধিকারে'। যদি কোনো ব্যক্তি তার নিজের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কোনো পদের দাবিদার হতে চান, তখন আদালত অধিকার পৃচ্ছা জারি করে এর বৈধতা বিচার করে। দাবিটি বৈধ না হলে ওই পদ থেকে তাকে অপসারণ করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে পদটি সরকারি পদ হতে হবে।

35 **সংবিধানে বর্ণিত শিশুদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার একটি আইনের উল্লেখ করো।**

উত্তর ▸ সংবিধানে বর্ণিত শিশুদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একটি আইন হল 'শিশুশ্রমিক (নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন (1986)।

36 **দুটি 'নিবর্তনমূলক আটক আইন'-এর নাম উল্লেখ করো।**

উত্তর ▸ দুটি 'নিবর্তনমূলক আটক আইন' হল— [1] অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইন (MISA), 1971 এবং [2] জাতীয় নিরাপত্তা আইন (NSA), 1980।

37 **কততম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা মৌলিক কর্তব্যসমূহ সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে?**

উত্তর ▸ মূল সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যসমূহের কথা উল্লিখিত ছিল না। সংবিধানের 42 তম সংশোধনের দ্বারা 10 টি মৌলিক কর্তব্য সংবিধানে সংযোজিত হয়েছিল। পরে 86 তম সংবিধান সংশোধনে আরও 1টি কর্তব্য সংযোজিত হয়েছে।

38 **নাগরিকদের শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের দুটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করো।**

উত্তর ▸ নাগরিকদের শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের দুটি ব্যতিক্রম হল—[1] রাষ্ট্র জনগণের স্বার্থে ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও শ্রেণি নির্বিশেষে সবাইকে শ্রমদানের জন্য বাধ্য করতে পারে। [2] রাষ্ট্র সামরিক শিক্ষাদান এবং সমাজসেবামূলক কাজে সবাইকে বাধ্য করতে পারে। এরূপ করা হলে তা সংবিধানের 23(1) নং ধারার বিরোধী হবে না।

বিভাগ ঘ

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 1

1 **ভারতীয় সংবিধানের কোন্ অংশে মৌলিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে?**

উত্তর ▸ ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে (Part-III) মৌলিক অধিকারসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

2 **ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলিকে 'মৌলিক' বলার কারণ কী?**

উত্তর ▶ ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি শাসন ও আইন বিভাগের এক্তিয়ার বহির্ভূত বলে একে 'মৌলিক' বলা হয়েছে।

3 **ভারতীয় সংবিধানের কত নং ধারায় মৌলিক অধিকারসমূহ সন্নিবিষ্ট হয়েছে?**

উত্তর ▶ ভারতীয় সংবিধানের 12 থেকে 35 নং ধারায় মৌলিক অধিকারসমূহ সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

4 **ভারতীয় মূল সংবিধানে কয়টি অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল?**

উত্তর ▶ ভারতীয় মূল সংবিধানে 7 টি অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল।

5 **বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানে কয়টি অধিকার স্বীকৃত?**

উত্তর ▶ বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানে 6 টি অধিকার স্বীকৃত।

6 **কোন্ অধিকারটিকে মৌলিক অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে?**

উত্তর ▶ সম্পত্তির অধিকারটিকে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাতিল করা হয়েছে।

7 **কত খ্রিস্টাব্দে সম্পত্তির অধিকারটিকে মৌলিক অধিকার থেকে বাতিল করা হয়?**

উত্তর ▶ 1978 খ্রিস্টাব্দে 'সম্পত্তির অধিকারটি'কে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাতিল করা হয়।

8 **ভারতীয় সংবিধানের কত নং ধারায় সম্পত্তির অধিকারটি সন্নিবিষ্ট ছিল?**

উত্তর ▶ ভারতীয় সংবিধানের 31 নং ধারায় সম্পত্তির অধিকারটি সন্নিবিষ্ট ছিল।

9 **সংবিধানের কত নং ধারায় সাম্যের অধিকারটি স্বীকৃত হয়েছে?**

উত্তর ▶ ভারতীয় সংবিধানের 14 থেকে 18 নং ধারায় সাম্যের অধিকারটি স্বীকৃত হয়েছে।

10 **সংবিধানের কত নং ধারায় স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে?**

উত্তর ▶ সংবিধানের 19 থেকে 22 নং ধারায় স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

11 **কততম সংবিধান সংশোধন দ্বারা সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে?**

উত্তর ▶ 44 তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

12 **সংবিধানের 19 (a) নং ধারায় কী বলা হয়েছে?**

উত্তর ▶ ভারতীয় সংবিধানের 19 (a) নং ধারায় বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে।

13 **সংবিধানের 19 (d) নং ধারায় কী বলা হয়েছে?**

উত্তর ▶ ভারতীয় সংবিধানের 19 (d) নং ধারায় 'ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার' প্রদান করা হয়েছে।

14 **সংবিধানের 19 (1) নং ধারায় বর্ণিত অধিকারগুলির বাধানিষেধগুলিকে কত নং ধারায় বর্ণিত হয়েছে?**

উত্তর ▶ সংবিধানের 19(1) নং ধারায় বর্ণিত অধিকারগুলির বাধানিষেধগুলিকে সংবিধানের 19(2)-19 (6) নং ধারায় বর্ণিত হয়েছে।

15 **'সংস্কৃতি ও শিক্ষার' অধিকার কত নং ধারায় বর্ণিত হয়েছে?**

উত্তর ▶ ভারতীয় সংবিধানের 29 ও 30 নং ধারায় 'সংস্কৃতি ও শিক্ষার' অধিকারটি বর্ণিত হয়েছে।

16 **সম্পত্তির অধিকারটি কত নং ধারায় স্বীকৃত হয়েছে?**

উত্তর ▶ সম্পত্তির অধিকারটি স্বীকৃত হয়েছে 300 (a) নং ধারায়।

17 **মৌলিক অধিকারগুলিকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের কথা সংবিধানের কত নং ধারায় বলা হয়েছে?**

উত্তর ▶ মৌলিক অধিকারগুলিকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের কথা সংবিধানের 35 নং ধারায় বলা হয়েছে।

18 **সংবিধানের 22 নং ধারায় কী বলা হয়েছে?**

উত্তর ▶ সংবিধানের 22 নং ধারায় বলা হয়েছে কোনো ব্যক্তিকে আটক বা গ্রেফতার করা হলে শীঘ্রই তাকে গ্রেফতারের কারণ জানাতে হবে।

19 **সংবিধানের কত নং ধারায় প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে?**

উত্তর ▶ সংবিধানের 21 (a) নং ধারায় প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

20 **সংবিধানের 21 নং ধারায় কী বলা হয়েছে?**

উত্তর ▶ সংবিধানের 21 নং ধারায় জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

21 **ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি কত নং ধারায় স্বীকৃত হয়েছে?**

উত্তর ▶ সংবিধানের 25 থেকে 28 নং ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি স্বীকৃত হয়েছে।

22 **সংবিধানে বর্ণিত একটি লেখ (writ) উল্লেখ করো।**

উত্তর ▶ সংবিধানে বর্ণিত একটি লেখ (writ) হল 'বন্দি-প্রত্যক্ষীকরণ'।

23 **23 (1) নং ধারায় কী বলা হয়েছে?**

উত্তর ▶ সংবিধানের 23(1) নং ধারায় মানুষ ক্রয়-বিক্রয় ও বেগার খাটানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

24 **একটি নিবর্তনমূলক আটক আইনের নাম করো।**

উত্তর ▶ 'অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইন' হল একটি নিবর্তনমূলক আটক আইন।

25 **'আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান' অধিকারটি কত নং ধারায় স্বীকৃত হয়েছে?**

উত্তর ▶ 'আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান' অধিকারটি 14 নং ধারায় স্বীকৃত হয়েছে।